RN. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
সকলকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-৯, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৭ সাল।
২১শে মে, ১৯৮০ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, ষডাক ১০৲

## বাংলা বনধ শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত

বিশেষ প্রতিনিধি : আসামে 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের প্রতিবাদে বামফ্রন্টের ডাকে এবং ইন্দিরা কংগ্রেসসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থনে ১৭ মে যেভাবে 'বাঙলা বনধ' পালিত হল, তা অভূতপূর্ব। এই বনধ হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত এবং শান্তিপূর্ণভাবে। দোকান পাট, বাজার-হাট, গাড়ী-ঘোড়া, যানবাহন, সংবাদপত্র, ডাকঘর, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত ইত্যাদি ইত্যাদি বন্ধ রাখার জন্য কোথাও কাউকে বলপ্রয়োগ করতে হয়নি। আসামে বসবাসকারী বাঙালী উচ্ছেদের চক্রান্তের প্রতিবাদে বনধ পালনের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের মানুষ তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। বনধ এর আগেও হয়েছে। তবে জঙ্গিপুর মহকুমায় এত সফল বনধ কখনও দেখা যায়নি। এর আগে দেখা গেছে কোন না কোন দোকান বা বাজার খোলা রয়েছে। এবার তার ব্যতিক্রম দেখা গেছে ফরাক্কা, অরঙ্গাবাদ, ধুলিয়ান, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘিতে। মহকুমার পাঁচটি থানা ও দুটি পুরসভা এলাকায় বনধ ছিল শান্তিপূর্ণ। কোথাও কোন গোলমালের আশঙ্কা না থাকলেও পুলিশ বেশ ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত অফিস বন্ধ ছিল। রঘুনাথগঞ্জ শহরের তুলসীবিহার মেলা বাদে সর্বত্র সমস্ত দোকান পাট বন্ধ ছিল। কোথাও কোন যান-বাহন চলেনি। কোন ট্রেন চলেনি। ৩৪নং জাতীয় সড়ক, শহরের বাস্তাঘাট এবং রেলষ্টেশনগুলি খাঁ খাঁ করছিল।

( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## মাঠ-দ্বীপ ভূমিহর এখনও বিচ্ছিন্ন

সাগরদীঘি, ২১ মে—চারিদিকে জল মধ্যেখানে স্থল, তাকে বলা হয় দ্বীপ—এ কথা কে না জানে। কিন্তু চারিদিকে মাঠ মধ্যেখানে গ্রাম, তাকে কি বলা হয়? ভূগোলে সেরকম কোন সংজ্ঞা না থাকলেও তাকে মাঠদ্বীপ বলাই শ্রেয়ঃ।

এই রকম একটি গ্রাম সাগরদীঘি থানার ভূমিহর। বিখ্যাত কীর্তনীয়া রাধারাণীর গ্রাম ভূমিহর। অথচ সেই গ্রামে পৌঁছাবার কোন রাস্তা নাই। স্বাধীনোত্তর সভ্যতার যুগেও আমরা কত পিছিয়ে আছি, এই গ্রামই তার অকাট্য প্রমাণ। গ্রামে হাজারখানেক লোকের বাস, অথচ যাতায়াতের কোন রাস্তা নাই। শিক্ষাদীক্ষা, হাটবাজার, চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য পৌঁছাতে হয় চার-পাঁচ মাইল আল ভেঙে। কোন নিরাপত্তা নাই। গ্রামের চারিদিকে একটি খালবেষ্টনী আছে—বর্ষায় তা তরে গেলে চলাফেরার আর উপায় থাকে না। বহু আবেদন নিবেদন করেও কোন সরকার একটা রাস্তা করে দেননি। বামফ্রন্ট সরকার গ্রামে পৌঁছাবার জন্য একটি রাস্তা করে দিলে গ্রামবাসীরা ধন্য হন। এ কাতরোক্তি গ্রামবাসীদের।

## নিরক্ষর ও বয়স্কদের নাম লেখায় ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গে বেকার ভাতা চালু এবং ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অনুমোদন লাভের পর ফরাক্কা কর্মবিনিময় কেন্দ্রে বেকারের খাতায় নাম লেখানোর হিড়িক পড়ে গিয়েছে। দিনের পর দিন বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। লক্ষ্য করা গেছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর অথবা স্বল্প শিক্ষিত এবং বয়স চল্লিশের নীচে নয়। কেউ বা ষাটের ঘরে পা দিয়েছেন। তবু বেকারের খাতায় নামটি লেখাতে ভুলছেন না। প্রকৃত এবং শিক্ষিত বেকাররা এজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মহেশাইল ভাতাপ্রাপ্ত বেকার সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অবিলম্বে সরকারের এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এবং বেকার ভাতা প্রকৃত বেকাররা পাচ্ছেন কিনা সে

( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## সি আই এস এফ এর বদলি জবরদস্তি ?

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২১ মে—ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্প থেকে সি আই এস এফ বাহিনীর বিরাশি জনের একটি ইউ-নিটকে কি জোর করে ভিলাই পাঠিয়ে দেওয়া হল? এ প্রশ্ন আজ সবার মুখে মুখে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, বদলি হলে তো একজন বা কয়েকজনের হবে, কিন্তু এক সঙ্গে বিরাশি জনের? অর্থাৎ পুরো একটি ইউনিটের? এঁদের মধ্যে দু'জন নেতৃস্থানীয় অফিসারকে গ্রেপ্তারও নাকি করা হয়েছিল। উত্তেজনা নাকি তার জন্যই বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং উচ্চপদস্থ অফিসারদের ফরাক্কা ছুটে আসতে হয়েছিল। এ সব তথ্য নাকি গোপন করা হয়েছে। আরো নাকি গোপন করা হয়েছে যে, বিরাশি জনের মধ্যে

( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

### জঙ্গিপুর সংবাদ সাতষট্টি

সকলের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকা আজ সাতষট্টি বর্ষে পদার্পণ করল। এই অবসরে সবার উদ্দেশ্যে রইলো আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

## শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে : বই চুরির প্রবণতা

সাগরদীঘি, ২১ মে—বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই চুরির প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাগরদীঘি এস এন এইচ এস স্কুলও এর ব্যতিক্রম নয়। পিরিয়ড শেষে বা টিফিনে ক্লাসে বই রেখে বাইরে যাবার উপায় নাই। গেলেই ফিরে এসে দেখা যাবে, বই উধাও। এ রকম ঘটনা হামেশাই ঘটছে। এক শ্রেণীর ছাত্র এই ধরনের অপকর্মের সঙ্গে লিপ্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। অপরদিকে বই হারানোর খেসারত গুনতে গুনতে অভিভাবকরা

( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## নির্বাচন বর্জন

অরঙ্গাবাদ, ২১ মে—স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অরঙ্গাবাদ কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘোষণার প্রতিবাদে এস এফ আই নির্বাচন বর্জন করে। ফলে বাণিজ্য এবং কলা উভয় বিভাগের ছাত্র পরিষদ এই প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ১৩ ও ১৪ মে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তৎপূর্বে ১৯ এপ্রিল এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ছিল। কিন্তু আদালতের নিষেধাজ্ঞার ফলে তা স্থগিত রাখা হয়।

## নির্বাচন : অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন দীর্ঘদিন পর অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে একজন ভোটার নিয়ে অভিযোগ তোলা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে—সুবোধ ভদ্র ঐ স্কুলের একজন 'আন এ্যাপ্রুভড' শিক্ষক হয়েও এবারের নির্বাচনে তিনি ভোট দিয়েছেন। সুবোধবাবু হয়তো ভবিষ্যতে শিক্ষকপদে এ্যাপ্রুভড বলে গণ হবেন। কিন্তু সরকারী নিয়মানুযায়ী যতদিন পর্যন্ত না কোন শিক্ষক

( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৭।

## জন্মদিনের প্রতিশ্রুতি

কালের আবর্তনচক্র পার হইয়া পুনরায় আরো একটি বর্ষ অতিক্রম করিয়া 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আজ সাতষট্টি বর্ষে পদার্পণ করিল। বাঙলা ক্ষুদ্র-সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে ইহা একটি যুগান্তর বলা যাইতে পারে। নানান বাধ-বিপত্তি ও প্রচুর টেকনিকাল অসুবিধা সত্ত্বেও কলিকাতা হইতে সুদূরবর্তী এমন একটি ক্ষুদ্র মফঃস্বল শহর হইতে এই পত্রিকা বর্তমানে তৃতীয় প্রজন্মে পা দিয়াছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা পুণ্যাত্মা দাদাঠাকুরের ন্যায় ও সততার আদর্শই এই পত্রের একমাত্র মূলধন। সেই কারণেই কোনো বিশেষ গোষ্ঠী, চক্র অথবা সম্প্রদায়ের উমেদারী কিংবা খয়ের-খাঁগিরী করা জঙ্গিপুর সংবাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা বিজ্ঞাপনের উদার আনুকূল্য হইতে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও এই সাপ্তাহিক পত্রের চলার গতি রুদ্ধ হয় নাই। যেখানে অন্যায় অনাচার এবং অন্ধকারের কুৎসিত জীবদের গোপন লীলাবিলাস জঙ্গিপুর সংবাদের নিরপেক্ষ সাংবাদিকের লেখনী তাহারই প্রতিবাদে মুখর হইয়া উঠিয়াছে ও সাধারণ মানুষের সম্মুখে স্পষ্ট দিবা-লোকের মতো প্রকৃত সত্যকে উদ্ঘাটিত করিয়াছে। তাই প্রাক্ স্বাধীনতাযুগে যেমন শাসকের রক্তচক্ষু [illegible] ও শাসানী এই পত্রের কণ্ঠরোধ করিতে চাহিয়াছে—বর্তমানেও অসংখ্যবার এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। যদি বিগত কয়েক বর্ষের ঘটনাগুলির পর্যালোচনা করা যায় তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের গোপন আঘাত, পুঁজিবাদী মালিক শ্রেণী ও ভ্রষ্টাচারী বেনিয়া-গোষ্ঠীর আক্রোশ এবং ক্লীব আমলা-তন্ত্রের হুমকি এই পত্রের উপর মুহুর্মুহু বর্ষিত হইয়াছে। তাই জন্মদিনের পবিত্র মুহূর্তে আমরা সোচ্চারে ঘোষণা করিতেছি যে, জঙ্গিপুর সংবাদের মুখর মুখকে মূক করা তো দূরের কথা বরং আমলাতন্ত্র ও প্রতিক্রিয়াশীল-চক্রের আঘাত ইহার জনপ্রিয়তাকে ক্রমাগত বাড়াইয়াই তুলিয়াছে। দিনের পর দিন পাঠক ও গ্রাহকের সংখ্যা বাড়িতেছে। মহকুমার স্বাক্ষর জ্ঞান-সম্পন্ন নাগরিকগণের কাছে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আজ অতি প্রিয় সাথী। তাঁহাদের সহানুভূতি ও সমবেদনাই আমাদের মূলধন এবং পাথেয়। আগামী ভবিষ্যতের উজ্জ্বল কামনায় এই মুহূর্তে আমাদের অগ্নি শপথ ও প্রতিশ্রুতি: জনতার বাঁচার লড়াই ও সংগ্রামে আমরা সকল সময়ে তাঁহাদের হাতে হাত মিলাইয়া চলিতে প্রস্তুত। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জেহাদে প্রগতিই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

## তাঁর সঙ্গে একদিন

**সত্যনারায়ণ ভকত**

প্রথম আলাপে বুঝতেই পারিনি, রাজ্য জুড়ে যাঁর এত নামডাক তিনি এত সরল, নিরহঙ্কার ও সদালাপী হতে পারেন। পরনে গাঁয়ের পোশাক—হাঁটু পর্যন্ত তোলা ধুতি, গায়ে একটা মোটা ফতুয়া। মুখে হাসি যেন লেগেই আছে।

তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজন ছিল না। ১৯৭৬ সালের মে মাসে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে এসেছিলেন সেখান-কার কর্মী ও গবেষক বীরেশ্বর বন্দ্যো-পাধ্যায়। মুর্শিদাবাদের আলকাপ সম্পর্কে গবেষণা করে বই লেখার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল তাঁর ওপর। তাই তিনি এসেছিলেন।

বীরেশ্বরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে হাজির হয়েছিলাম জিয়াগঞ্জের গণেশ-পুরে তাঁর মেয়ের বাড়ীতে। সেখানে শুনলাম তিনি জঙ্গিপুরের ধনপতনগরে আছেন তাঁর নিজের বাড়ীতে। অগত্যা ফিরে আসতে হয়েছিল গণেশপুর থেকে।

পরদিন সকালে বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে উপস্থিত হলাম ধনপতনগরে তাঁর বাড়ীতে। তিনি বাড়ীতেই ছিলেন খালি গায়ে। সেভাবেই হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বারান্দার চৌকিতে বসতে বলে ফতুয়া পরে এলেন। সঙ্গে আমাদের জন্য চা।

বীরেশ্বরবাবু তাঁর কাজ শুরু করলেন। ছবি তুললেন। ছবির মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমাকেও ধরে রাখলেন। দু'আড়াই ঘণ্টা ধরে নানান প্রশ্ন করলেন। তিনি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলেন। বেশ কয়েকটা আলকাপ গান শোনালেন। বীরেশ্বরবাবু অনেকগুলো গান লিখে নিলেন।

চলে আসার সময় জিজ্ঞেস করলাম আপনার নাম তো ধনঞ্জয় সরকার, তবে লোকে কেন ঝাকসু বলে ডাকে? তিনি বললেন, ওটা পোশাকী নাম। ওই নামেই সবাই তাঁকে ডাকতে ভালোবাসেন। সিরাজ মাষ্টার মানে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজও তাঁকে ওই নামে ডাকেন, বই-এ লেখেন।

আসলে লক্ষ লক্ষ শ্রোতার কাছে মুর্শিদাবাদের অজ পাড়াগাঁয়ের ধনঞ্জয় সরকার হারিয়ে গেছেন। শ্রোতারা চিনেছেন আলকাপ সম্রাট ঝাকসুকে। সেই ঝাকসু আজ আর নাই। তবু তিনি আছেন শ্রোতার হৃদয়ে ঝাকসু হয়ে বেঁচে। ধনঞ্জয় সরকার হারিয়ে গেলেও ঝাকসু কোনদিন হারাবেন না।

## ঝাকসু—এক এবং অনন্য

**কুণালকান্তি দে**

এক বুক বেদনা এবং ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে চলে যেতে হ'ল অন্য এক পৃথিবীতে। পুঞ্জীভূত যন্ত্রণারও শেষ হল। আসরে দাঁড়িয়ে জীবনের গান গেয়েছে, সমস্যার সমাধান করেছে, তবু নিজের বুকের ভিতর লুকিয়ে থাকা বেদনার অধ্যায় বলতে পারেনি। হয়ত মনের মত শ্রোতা ছিল না। কিছু প্রত্যাশা না করে প্রকৃতি যেমন মাটির মানুষকে চিরকাল ফুল ফল বিতরণ করে যায় স্বভাব কবি ধনঞ্জয়ও চিরটাকাল শুধু দিয়েই গেছে। একটানা ৬০ বছর ধরে একাই সংগ্রাম করেছে, নিষ্ঠা ভালবাসা ও দরদ দিয়ে। অনেক চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে সাফল্যের সুউচ্চ শৃঙ্গে অবতরণ করে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে এই ভেবে যে, গঞ্জের চাষা-ভুষো অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে সংস্কৃতির কিছু উত্তাপ, কিছু আলো দিতে পেরেছে।

লোকসঙ্গীত যদি শিক্ষার মাধ্যম হয় এবং লোকনাট্য যদি মনের উর্বরতা বৃদ্ধি করে তবে নিশ্চয়ই বলা যায় 'আলকাপ' গ্রামের মানুষকে অনেক কিছু দিয়েছে। শহরের মানুষের কাছে অচ্ছুৎ আলকাপকে শুধু প্রমোদের উপকরণ না ভেবে কিছু হালকা রসের সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ ভাবনা চিন্তা, দুঃখ, প্রেম, মনের ভাব অভাব এবং জীবনের গভীর তত্ত্ববোধের কথা তুলে ধরে স্বচ্ছ মানসিকতার গঠনমূলক ধ্যান ধারণার বীজ রোপণ করতে গিয়ে একটা গোটা জীবন ত্যাগ করতে হয়েছে ধনঞ্জয় সরকারকে। এবং এরই মধ্যে থেকে আবির্ভাব হয়েছে ওস্তাদ ঝাকসুর। তাতে কাজ হয়েছে অলৌকিক। একটু একটু করে নেশা ধরেছে দর্শকদের মনে। সংস্কৃতির উত্তাপে ওরাও চাঙ্গা হয়েছে। গলিত লাভার মত জোয়ার এসেছে আলকাপে। জেলা ছাড়িয়ে প্রদেশ; এমন কি বাংলার বাইরের কিছু মানুষের মনেও আলকাপের প্রভাব পড়েছে। অশ্লীলতার গভীর অন্ধকার থেকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে ওস্তাদ ঝাকসু। রূপকথার রাজা। কিংবদন্তীর নায়ক। ছোকড়াদের ভাষায় অসীম আকাশ; আলকাপ সম্রাট। এবং সিরাজ সাহেবের ভাষায়, 'গানের ওস্তাদ, মরমী কবিকার, দরদী ছড়াদার। রাজার রাজা। সাক্ষাৎ সূর্য আলকাপের জগতে।'

কিছু প্রত্যাশা করে'ন বলেই, আজ ওর কোনো খেদ নেই। নেই অভিমান। ওর অতীতের ছোকড়া

( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## ঝাকসু—তুমি আছো…

**নুরুল হক**

'অবনী বাড়ী আছো'র মত
আমিও ডাক দিয়ে যাই— ;
তুমি চলে গেছ—আলকাপের
বোঝা নামিয়ে
মাথায় তার গৌরবের মুকুট পরিয়ে
এ তো কেমন ধারা কথা গো,
তুমি ছাড়া আলকাপ ধরা
এ তো সহজ কথা নয়;
তবু সত্য সংবাদের কপোলে চুমু খেয়ে
ল্যাংটো না খাওয়া মানুষগুলোর
পানে চেয়ে
আলকাপের পঞ্চরসের আসরে
সব ভরা সত্যির মধ্যে
সব ফুরিয়ে মিথ্যে হয়ে যায়!
…না মৃত্যু নয়। খুব সামনে দাঁড়িয়ে
একটি জীবনের প্রতিবিম্বিত মহিমা
দেখি……।

## ব্যাধি উপশমে গ্রহরত্ন

জ্যোতিষী ও রত্নগবেষক অহরলাল ঘোষ তাঁর রত্ন গবেষণার ফলে রত্ন ধারণ প্রক্রিয়ায় মানবদেহের নানাবিধ রোগের উপশমে সক্ষম বলে দাবি করেছেন। যে সকল রোগীর উপর তিনি পরীক্ষা চালিয়ে সফল হয়েছেন তার মধ্যে চর্মরোগ. অ-দ্রা, এপি-লেপ্‌সি, সর্দিকাশি, হাঁপানি, রক্তের উচ্চ বা নিম্নচাপ, জিয়াডিস্যা হৃৎওয়ার্ম প্রধান। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গ্রহ ও নক্ষত্রের অধিকার আছে। তাই গ্রহ ও নক্ষত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব মানব শরীরে একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ফলে গ্রহ নক্ষত্র কু-প্রভাবযুক্ত হলে তার অধিকারে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে তা দুর্বল হয়ে ব্যাধিগ্রস্থ হয়। পঞ্চতত্ত্বের বিচারে মানবদেহ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম বা মৃত্তিকা, জল, উত্তাপ, বায়ু ও আকাশ দিয়ে গঠিত। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক পঞ্চতত্ত্বের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। মানবদেহ, গ্রহগুলি থেকে নানা রং এর রশ্মি গ্রহণ করে। রং এর উৎস আলো, আলোর উৎস সূর্য বা রবি। সূর্যের সাত রং। যে গ্রহের যে রং সেই গ্রহ সেই রং সূর্য থেকে গ্রহণ করে মানব শরীরে প্রতিফলন ঘটায়। ফলে মানবদেহ রোগ আক্রমণে রং এর একটি প্রভাব আছে। প্রতিটি গ্রহের ভিন্ন ভিন্ন রং ও অধিকারে মানবদেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। তাই অধিকৃত গ্রহের রং এর কম-বেশীর ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতা স্বাভাবিক কারণে নির্ভরশীল। সুপ্রাচীনকাল থেকেই জ্যোতিষীরা একথা বিশ্বাস করেন। ভৃগু, জৈমিনি, পরাশর প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষী মানবদেহে রং এর প্রভাব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাঁরা জানতেন, মানবদেহে রং এর স্বল্পতা পূরণে রত্ন মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সাধারণতঃ জ্যোতিষীরা জাতকের জন্মকুণ্ডলী থেকে দশা বিচার ও ভাব বিচারের দ্বারা গণনা করেন। অহরণ ঘোষ দাবী করেন, এক নতুন ধরনের যোগাবচারে তিনি সক্ষম, এর ফলে জাতকের জন্মকুণ্ডলী ও গায়ের রং দেখে তার দেহে কোন্ গ্রহরশ্মির প্রভাব, কোন্ গ্রহরশ্মি শুভ যোগ, কোন্ রশ্মি অশুভ বা মারক এবং এর ফলে দেহে কোন রোগের প্রভাব ও রত্নে প্রতিকারের পদ্ধতি উদ্ভাবনে সক্ষম। বহু বছর ধরে তিনি নিজ দেহে বিভিন্ন রত্নের প্রভাব গভীরভাবে পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন : দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রত্নের প্রভাব নানা রকম শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটায়। তিনি যোগ বিচারের দ্বারা ঠিক রত্ন নির্বাচন ও রোগ নিরাময়ে সক্ষম বলে দৃঢ় অভিমত পোষণ করেন।

( সাক্ষাতকার : পার্থসারথি ব্রহ্ম )

## ইউকো ব্যাঙ্কের কৃতিত্ব

গ্রাম বাংলার মানুষ ব্যাঙ্কিং প্রথার সঙ্গে কিভাবে নিজেদের ক্রমবর্দ্ধমান-ভাবে খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন, তার নিদর্শন দিয়েছেন হুগলী জেলার হরি-পালের লোকেরা, আর একাজে ভূমিকা নিয়েছেন ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক—হরিপাল শাখা, যার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬৯ এ। এখন তার আমানত দাঁড়িয়েছে ১'২৫ কোটি টাকা। ফসল তোলা, বিদ্যুৎচালিত চাষের যন্ত্র ক্রয়, অগভীর নলকূপ ও পাম্পসেট বসাবার জন্যে ইউকো ব্যাঙ্ক চাষীদের প্রচুর ঋণ দিচ্ছেন। ব্যাঙ্কের হরিপাল শাখা চারটি এ্যাগ্রো-সার্ভিস কেন্দ্র চালু করেছেন। হুগলী জেলায় ইউকো ব্যাঙ্কের ২৩টি শাখা রয়েছে এবং এখন এই জেলা ইউকো ব্যাঙ্কের এক বিশেষ অগ্রণী এলাকা। আর এটা সম্ভব হচ্ছে এই ব্যাঙ্কের অতি সামান্য সুদে চাষীদের মধ্যে নানা ধরনের প্রচুর ঋণ দেওয়ার ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবস্থাপনার আন্তরিক প্রচেষ্টায়। —প্রাপ্ত

## প্রহারে চোর হত

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯ মে—গতকাল রাত্রে এই থানার জোতসুন্দর গ্রামে আমজাদ সেখের বাড়ীতে চুরি করার সময় একদল চোর গ্রামবাসীদের তাড়া খায়। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণটুলি গ্রামের ইসলাম সেখ নামে এক চোর গ্রাম-বাসীদের হাতে ধরা পড়ে বেধড়ক মার খায়। এবং ঘটনাস্থল থেকে থানায় আনার পর সে মারা যায়। নিহত ইসলামের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে, পুরো-গ্রামবাসী: বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। উভয় অভিযোগের তদন্ত চলছে। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

## TENDER

### ABRIDGED LIST OF WORKS

Sealed tenders are invited in W. B. F. No. 2911 (ii) from Class I of I & W. Deptt. and bonafide outsider for works on the right bank of river Padma detailed below, by the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P.O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad. Estimated cost, Earnest money are : 1) Repairs to submersible boulder bars No. L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12 and L13 at Sekhalipur reach, Rs. 7,95,059, Rs. 15,901/- 2) Repairs to spur No. L2 at Sekhalipur reach., Rs. 6,26,309. Rs. 12,526/-

Details regarding time allowed, tender documents & other particulars available from above office upto 5·00 P. M. ( Saturdays upto 1·00 P. M.). Last date of application for purchasing tender form 9. 6. 80 upto 1·00 P. M. Last date for receipt of tender : 12. 6. 80 upto 3·00 P. M.

10-5-80 Sd/- **S. K. Dey**
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion
Division,
P. O. Raghunathganj,
District Murshidabad.

সবার প্রিয় চা—
**চা ভাণ্ডার**
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

## বিজ্ঞপ্তি

### সবিনয় নিবেদন

রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশানে দীর্ঘকাল পূর্বে শ্রদ্ধেয় স্বরূপানন্দ প্রতিষ্ঠিত ৺শ্রীশ্রীদুর্গা-মাতার পূজা ১২৪৭ সালের পর এবং তাঁর দেহরক্ষার কারণে পরিত্যক্ত হওয়ায় ৺দেবীর মন্দির ও বেদী আমাদের দুর্ভাগ্য ও নিষ্ক্রিয়তাবশতঃ এতদিনে জীর্ণ, অসংস্কৃত ও ভগ্নপ্রায়। আমরা বর্তমান বৎসরে পুনরায় ৺দেবী মূর্ত্তির সম্মুখে অনাড়ম্বর পরিবেশে শাস্ত্রীয়মতে অঞ্জলি প্রদানের বাসনা গ্রহণ করছি। এ কারণ, লুণ্ঠিত কপাট, জানালা, চৌকাঠসহ মন্দিরের ছাদ ও ভেতর বাইরের দেওয়াল সংস্কারাদি ও তৎসংলগ্ন মাঠে সুন্দর ফল-পুষ্প শোভিত উদ্যান তৈরীর উদ্দেশ্যে ভক্তপ্রাণ জনসাধারণের নিকট যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য ও সক্রিয় সহ-যোগিতা প্রার্থনা করছি।

৫০১৲ টাকা বা তদুপরি অর্থ সাহায্য দিলে দাতাকে স্বজন-স্মৃতির উদ্দেশ্যে মার্বেল পাথরের স্মৃতিপত্র বসানোর অনুমতি দেওয়া হইবে।

যোগাযোগের ঠিকানা :

১) গোপাল ব্যানার্জী, ( রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ )।

২) আশিস্ ঘোষাল, ( এ্যাডভোকেট জঙ্গিপুর কোর্ট )।

৩) স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ( প্রযত্নে সুলভ ভাণ্ডার, দরবেশপাড়া )।

ভবদীয়—
কয়েকজন ভক্ত

দ্রুত আরোগ্যকারী
চর্ম্মরোগের মহৌষধ
**চন্দ্র-মালতী (R)**
( ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্স নং
এ, এল ৩৯৪-এম )
নিবেদনে—**জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ**
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জিলা মুর্শিদাবাদ
পিন—৭৪২২২৫

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
নাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
**নেশার বাস সারাভস**
ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয় )

### বাংলা বন্‌ধ

( প্রথম পৃষ্ঠার পর )

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে বন্‌ধের দিন কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আসলে এই বন্‌ধ ছিল মৌলিক অধিকার রক্ষার প্র !। তাই সকলে স্বতস্ফূর্তভাবে ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন।

**জঙ্গিপুর ডাকঘরেঃ** ওই দিন জঙ্গিপুর ডাকঘর খোলার চেষ্টা করলে লোকজন গিয়ে বন্ধ করে আসেন। পোষ্টমাষ্টার তবুও ডাকঘরে থেকে ওভারটাইম নেন এবং ফিসট করেন বলে প্রকাশ।

### নিরক্ষর ও বয়স্কদের

( প্রথম পৃষ্ঠার পর )

ব্যাপারে কড়া নজর রাখা উচিত। ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে লোক নিয়োগের ব্যাপারে স্থানীয় ও ভাতা-প্রাপ্ত বেকারদের অগ্রাধিকার দানের দাবিও জানানো হয়েছে বেকার সমস্যা . . .

### সি আই এস এফ

( প্রথম পৃষ্ঠার পর )

যে ছেষট্টিজন ভিলাই গিয়েছেন, তাঁদের নাকি জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ে আসা হয়েছিল। গ্রেপ্তারের আগে দু'জনের বিরুদ্ধে নাকি ডাইরিও করা হয়েছিল।

### শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

( প্রথম পৃষ্ঠার পর )

প্রাণান্ত হচ্ছেন। মাষ্টারমশাইরা ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র পুনর্গঠনে কোন দাওয়াই দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন কিনা জানা না গেলেও স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে অভিভাবকদের সানর্বন্ধ অনুরোধ : অবিলম্বে স্কুলের সুনাম রক্ষায় বই চুরির প্রবণতা দমন করে অভিভাবকদের পকেট কাটা বন্ধ করুন। আর পারা যায় না।

### ঝাকসু—এক এবং অনন্য

( দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর )

আর কিশোর শিষ্যরা কত সম্মান, ফুলের মালা, সরকারী তকমা, অনুদান পেয়েছে—পাচ্ছে। গর্বে বুক ফুলে গেছে। পঞ্চরস নাম নিয়ে আলকাপ আজ জাতে উঠেছে।

বুকে তার চরম প্রশান্তি এই জন্য যে আর তাকে কেউ কোনোদিন ধরতে পারবে না, ও চিরটা কাল অধরা হয়ে থাকবে ; যেমনটি থাকে আলকাপের ছোকরা! পুরুষ তবু পুরুষ নয়, নারী তবু নারীও না। অধরা নারী—কিংবা স্মৃতির পুরুষ। ধরা যায় না হাত বাড়ালেও। ঝাকসুর ভাষায় 'এক বিরল মায়া'। তেমনি ঝাকসুও মায়া হয়ে ঘুরবে আলকাপের আসরে আসরে। তার উপস্থিতি তার অস্তিত্ব মণিকোঠায় সৃষ্টি করবে বড় জ্বালা। এ জ্বালা আমাদেরও সইতে হবে যতদিন না আলকাপ সম্রাটের আত্মার যথাযথ মর্যাদা দিতে পারব।

## বিদ্যুৎ কর্মীদের দাবি

রঘুনাথগঞ্জ ২০ মে—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্মচারী সমিতির ডাকে রাজ্যব্যাপী পর্ষদের বিভিন্ন অফিসে এক ঘণ্টার বিক্ষোভ কর্মসূচী সফল করতে স্থানীয় বিদ্যুৎ কর্মীরা আজকের দিনটি দাবি-দিবস হিসেবে পালন করেন। চার দফা দাবিসম্বলিত এক স্মারকলিপিও পেশ করা হয়।

### সাগরদীঘি গ্রামে ডাকাতি

সাগরদীঘি, ১১ মে—গতকাল রাত্রে এই থানার হরহরি গ্রামে কোরবান সেখের বাড়ীতে এক ডাকাতির ঘটনায় সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়। ডাকাতদলের হাতে গৃহস্বামী গুরুতরভাবে প্রহৃত হন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

### নির্বাচন : অভিযোগ

( প্রথম পৃষ্ঠার পর )

স্থায়ী বলে এ্যাপ্রুভড হচ্ছেন ততদিন তিনি ভোটাধিকারী নন। সুবোধ-বাবুর ক্ষেত্রে নিয়ম ভাঙ্গা হয়েছে বলে অভিযোগে বলা হয়েছে।

এই নির্বাচনে নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ্যে সি পি এম এর হয়ে প্রচার চালিয়েছেন এবং ছাত্রপরিষদ (ই) এর একজন সদস্যকে হুমকি দেখিয়েছেন বলে জঙ্গিপুরের এম এস হাবিবুর রহমান লিখিতভাবে অভিযোগ করেছেন। একজন সরকারী কর্মচারীর এই ধরনের আচরণের তিনি নিন্দা করেছেন। নির্বাচনে দাতা বিভাগে হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষানুরাগী বিভাগে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য ও কালীপদ দাস, চিকিৎসক বিভাগে ডাঃ লক্ষ্মী নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এবং অভিভাবক বিভাগে পার্বতীপ্রসাদ রায়, কানাই-লাল সিংহ, পশুপতি চক্রবর্তী ও বিমলেন্দু দাস নির্বাচিত হন। ১৮ মে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালে শেষ নির্বাচন হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে এ্যাডমিনিসট্রেটার নিয়োগ করা হয়।

মেয়েদের সাদাস্রাবে লিউকোনেক্স

ট্যাবলেট ও ফেকটিন লোশন ব্যবহার করুন

এস. সি. কেমিক্যালস্

২৭, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলি-৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

পণ্ডিত ষ্টেশনারস্

রঘুনাথগঞ্জ

বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন ও রকমারী কারডের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

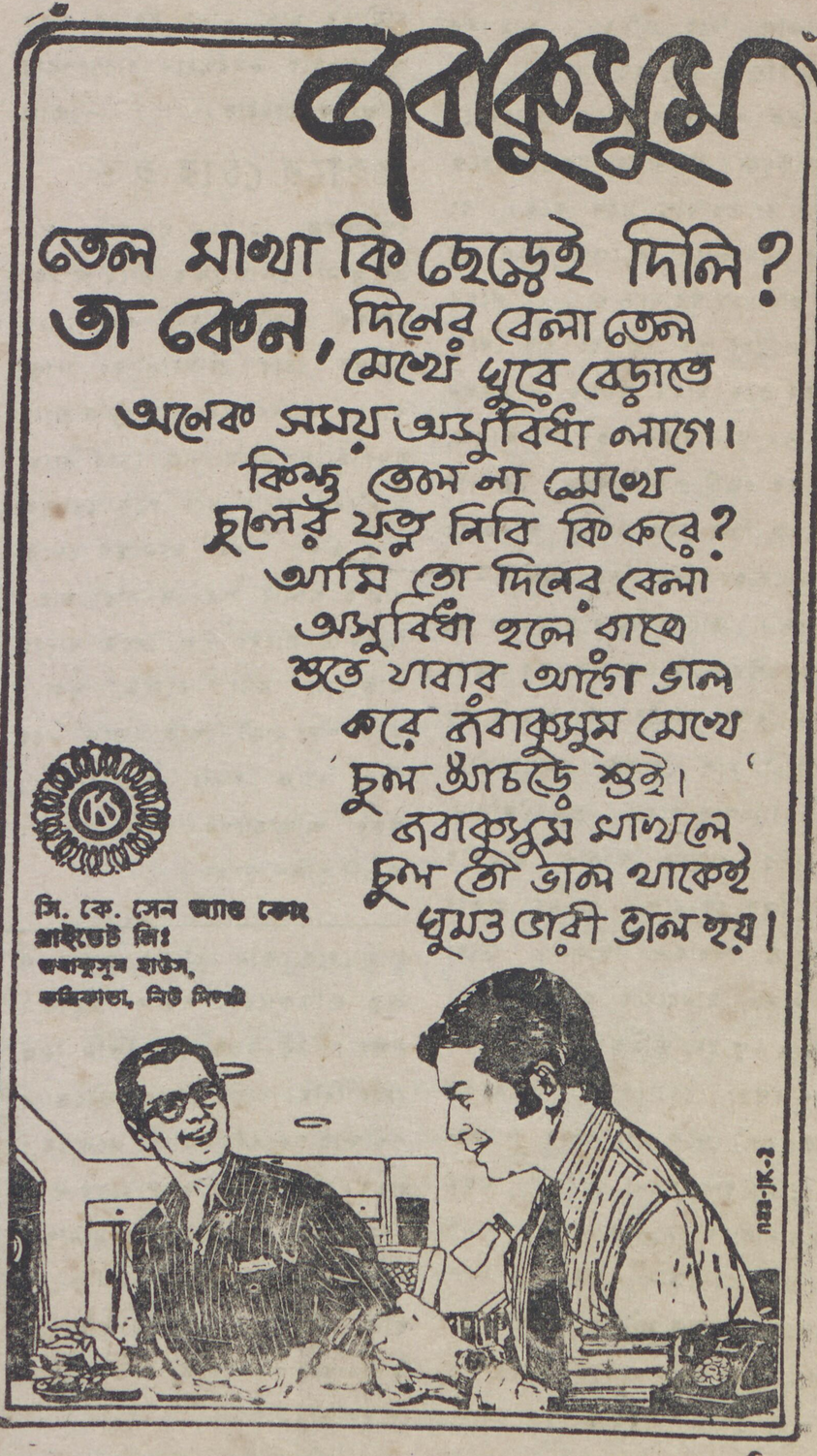



রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।